পাক্ষিক

ان الدين عند الله الاسلام

আহ্‌মদী

"মানবজাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্মগ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মাদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন কোন রসূল ও শেফায়াতকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব-সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।"

—হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ)

সম্পাদক :— এ, এইচ, মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ১৮শ বর্ষ : ১৮শ সংখ্যা

১৪ই মাঘ, ১৩৮১ বাংলা : ৩১শে জানুয়ারী, ১৯৭৫ ইং : ১৬ই মহররম, ১৩৯৫ হিঃ কাঃ

বার্ষিক চাঁদা : বাংলাদেশ ও ভারত : ১৫·০০ টাকা : অন্যান্য দেশ : ১ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক
আহমদী

২৮শ বর্ষ
১৮ শ সংখ্যা

বিষয়	পৃষ্ঠা	লেখক
০ সুরা লাহাব (তরজমা ও সংক্ষিপ্ত তফসীর)		হযরত খলিফাতুল মসিহ্ সানী (রাঃ)
০ হাদিস শরীফ :	১	অনুবাদ : মৌঃ আহ্মদ সাদেক মাহমুদ
০ দজ্জাল ও ইয়াজুজ মাজুজের অভ্যুত্থান	৫	অনুবাদ : মহতরম মৌঃ মোহাম্মদ, আমীর, বাংলাদেশ আঃ আঃ,
০ সন্তানের তরবীয়ত ও সুশিক্ষা	৮	
০ অমৃতবাণী :	৯	হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) অনুবাদ : আল্লামা জিল্লুর রহমান (রহঃ)
০ জুমার খোৎবা :	১০	হযরত খলিফাতুল মসিহ্ সালেস (আইঃ) অনুবাদ : এ, কে, মহিবুল্লাহ্, সদর মুরুব্বী

ভুল সংশোধন :— ৩ এর পাতায় ২ এর কলমে "স্বার্থের জন্য শুধু" এবং ৭ এর পাতায় ১ম কলমে "লুধিয়ানা" পড়ুন।

বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ৫২তম সালানা জলসা

আগামী ১৪, ১৫ ও ১৬ই মার্চ, ১৯৭৫ইং সাল মোতাবেক শুক্র, শনি, রবিবার ৪নং বক্শী-বাজার রোড, ঢাকাস্থ দারুত তবলীগ প্রাঙ্গনে বাংলাদেশ আঞ্জুমনে আহমদীয়ার ৫২তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হইবে ইনশাল্লাহ্। জামাতের সকল ভ্রাতা ও ভগ্নিগনের নিকট আবেদন করা যাইতেছে যে, আপনারা এই জলসাকে পূর্ণ কামিয়াব করার জন্য সাধ্যানুসারে চাঁদা দান করিবেন এবং এই মোবারক জলসার কামিয়াবীর জন্য খাসভাবে দোয়া করিবেন এবংযোগদান করতঃ অপরিসীম কল্যান ও সওয়াব হাসিলে যত্নবান হইবেন।

ঢাকা বিভাগীয় খোদ্দামুল আহমদীয়া ইজতেমা

ঢাকা বিভাগীয় ১দিনের ইজতেমা ইনশা-আল্লাহুতায়ালা আগামী ফেব্রুয়ারী মাসের ২য় তারিখ রবিবার দিন অনুষ্ঠিত হইবে। সকাল ৯টা হইতে ইজতেমা আরম্ভ হইবে। মোহতারম জনাব মৌঃ মোহাম্মদ সাহেব, আমির, বাঃ আঃ আঃ উদ্বোধন করিবেন।

মোহাম্মদ সামসুর রহমান
বিভাগীয় কায়েদ, ঢাকা—বিভাগ

بسم الله الرحمن الرحيم
نحمده و نصلى على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্য্যায়ের ২৮শ বর্ষ : ১৭শ সংখ্যা :

১৫ই মাঘ, ১৩৮১বাং : ৩১ই জানুয়ারী, ১৯৭৫ইং : ৩১ই সুলাহ, ১৩৫৩ হিজরী শামসী :

সুরা লাহাব

তরজমা ও সংক্ষিপ্ত তফ্‌সীর

(পূর্ব প্রকাশিতের পর—৮)

[হযরত মুসলেহ মওউদ খলিফাতুল মসিহ সানী (রাঃ) প্রণীত তফসীরে কবীর হইতে]

—মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ

'মা আগনা আনহু'-এর অর্থ এই যে, আবু লাহাবের মাল তাহার কোন কাজে আসিবে না। অর্থাৎ উহা তাহাকে বিনাশ হইতে রক্ষা করিতে পারিবে না।

'মা কাসাব'-এর অর্থ—যাহা কিছু সে পরিশ্রমের দ্বারা উপার্জন করিবে, তাহাও তাহার কাজে আসিবে না।

পূর্ববর্ত্তী আয়াতে একথার উল্লেখ করা হইয়াছিল যে, (আখেরী জামানায়) ইসলামের উপর আক্রমনকারী জাতিগুলি ধ্বংস হইয়া যাইবে এবং শুধু তাহারাই ধ্বংস হইবে না বরং তাহাদের সঙ্গে নিজেদের স্বার্থোদ্ধারের উদ্দেশ্যে যোগদান কারীগণও অতি নৈরাশ্যজনক-ভাবে ধ্বংস হইবে এবং তাহাদের স্বার্থ সিদ্ধিও হইবে না।

এই আয়াতের মধ্যে আল্লাহতায়ালা বলেন যে, এই (আবু লাহাব গুণ বিশিষ্ট) জাতিসমূহ অত্যন্ত ধনবান হইবে এবং শুধু যে তাহারা নিজেদের আবিস্কার এবং শিল্পের মাধ্যমেই অগাদ অর্থের অধিকারী হইবে তাহাই নয়, বরং অন্যান্য দেশে পুঁজী বিনিয়োগ এবং ব নিজ্যের মাধ্যমে সেই সকল দেশের উপর প্রাধান্য বিস্তার করিয়া উহাদের সম্পদ ও অর্থও নিজেদের করায়ত্ত করিবে।

'মালুহু এর মধ্যে মাল শব্দটি 'নাকেরা' রাখা হইয়াছে এবং 'নাকেরা মাহাত্য নির্দেশ

করে। এতদ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে তাহাদের বিপুল অর্থও তাহাদিকে রক্ষা করিতে পারিবে না। 'মালুহু'র পরে মা 'কাসাব বলা হইয়াছে। ইহার অর্থ 'মাকসুবুহু'—তাহার উপার্জিত মাল। এতদ্বারা এই জাতিস মূহের মাল বা অর্থও সম্পদকে দুই ভাগে বিভক্ত বলিয়া দেখানো হইয়াছে—(১) সেই মাল যাহা তাহারা তাহাদের দেশের মধে শিল্প ইত্যাদি বৈজ্ঞানিক উন্নতির সাহায্যে উৎপাদন করিবে; (২) সেই মাল যাহা অপরাপর দেশ হস্তগত অর্জন করিবে।

ইহা সুস্পষ্ট যে, এই আয়াত পাশ্চাত্য জাতিবর্গের উপর পূর্ণরূপে প্রযোজ্য হয়। কেননা একদিকে তাহারা শিল্পোন্নতির দ্বারা অর্থশালী হইয়াছে, তেমনি অন্য দিকে অপরাপর দেশে তাহাদের পুঁজী বিনিয়োগ করিয়া উহাদের ধন সম্পদ কাড়িয়া নিয়াছে, বরং বানিজ্যের সূত্র ধরিয়া অনেক দেশ জবর দখলও করিয়াছে।

আলোচ্য আয়াতও ইহাই প্রমান করে যে, সুরা লাহাব আব্দুল উয্যার উপলক্ষে নাযেল হইয়াছিল বলিয়া নির্ধারন করা কোন রূপেই সঠিক সাব্যস্ত হয় না। কেননা 'মালুহু ওয়া মা কাসাব'—শব্দগুলি বিপুল অর্থের দিকে ইঙ্গিত দান করে। কিন্তু আব্দুল উযযার নিকট তো এমন কোন উল্লেখযোগ্য মাল ছিল না এবং সে তাহার যুগে কোন ধনী ব্যাক্তি হিসাবেও পরিচিত ছিল না। সুতরাং 'মালুহু ওয়া মা কাসাব—আয়াতাংশ উহার পূর্ণ অর্থগত জাকজমকের সহিত পাশ্চাত্য জাতিগুলির উপরই প্রযোজ্য হইতেছে। কেননা ইহারাই জগতের উন্নত ও বিত্তশালী জাতি হিসাবে স্বীকৃত।

তফসীরকারক গণের মতে মা কাসাব বলিতে কর্ম শ্রম, চেষ্টা, কৌশল এবং সন্তান-সন্ততিকেও বুঝায়। এই সকল অর্থের দিক দিয়া আয়াতের মর্ম, এই হইবে যে, যদিও উক্ত জাতিবর্গ তাহাদের জনগণ, তাহাদের ধন সম্পদ এবং তাহাদের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সমূহের উপর অত্যন্ত গর্ব বোধ করিবে, কিন্তু নির্ধারিত ধ্বংসের সময়ে উল্লিখিত বিষয়াদির কোন কিছুই তাহাদের কাজে লাগিবে না বরং তাহাদের বিনাশের কারণ হইয়া দাঁড়াইবে।

"সা ইয়াসলা নারান যাতা লাহাব"—"সে নিশ্চয়ই অগ্নিতে প্রবেশ করিবে, যাহা (তাহারই ন্যায়) লেলীহান হইবে।"

শব্দার্থ—সালা হইতে ইয়াসলা এবং সালান নারা" এর অর্থ হয় সে আগুনের তাপ সহ্য করিল, আগুনে প্রবেশ করিল এবং অগ্নিদগ্ধ হইল। (আকরাবুল মওয়ারেদ)

'নার' শব্দ অগ্নিশিখা, অগ্নি-তাপ ও জাহান্নামের আগুন এবং যুদ্ধের আগুনের জন্য প্রয়োগ হয়। (মুফরাদাত)

শব্দার্থের মধ্যে যেভাবে দেখানো হইয়াছে 'নার' শব্দের অর্থ আগুণ এবং উহারই দ্বারা

যুদ্ধও বুঝায়। আল্লাহতায়ালা কুরআন শরীফে বলিয়াছেন যে, কুল্লামা আওকাদু নারা-ল্লিলহারবে আতফায়াহুল্লাহু (মায়েদা রুকু—৯) অর্থাৎ, "যখনই মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর শত্রুগণ যুদ্ধের আগুন প্রজ্জলিত করিয়াছে, তখনই আল্লাহ উহাকে নিভাইয়া দিয়াছেন"। সুতরাং 'নারুন' শব্দ আরবী ভাষার বাকভঙ্গী বা প্রবাদে যুদ্ধের জন্যও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সুতরাং আলোচ্য আয়াতের অর্থ এই হইবে যে, আবুলাহাবী শক্তিবর্গ একটি ভয়াবহ যুদ্ধে প্রবিষ্ট হইবে এবং সেই যুদ্ধ লেলীহান অগ্নিবৎ হইবে, পূর্বে যাহার কোন দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে না। কেননা 'নারুন' শব্দ নাকেরা' রাখা হইয়াছে, যাহা কোন কিছুর মাহাত্য বুঝায়। ইহা সুস্পষ্ট যে, এ্যাটম বোমা এবং হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরনের ফল একমাত্র লেলীহান আগুন এবং প্রখর অগ্নিতাপ ছাড়া আর কি হইতে পারে? কেননা উহাদের বিস্ফোরণে বড় বড় শহর এবং বিরাট বিরাট অঞ্চল অগ্নিদগ্ধ হইবে।

সুতরাং এই আয়াতে প্রতিভাত হইতেছে যে, উক্ত জাতিগুলিকে প্রলয়ঙ্কারী যুদ্ধের সম্মুখীন হইতে হইবে এবং ইহারা পরস্পর যুদ্ধ করিয়া ধ্বংস হইবে। আরবী ভাষায় 'সা' এবং সাওফা' শব্দদ্বয় ক্রিয়ার সঙ্গে ব্যবহৃত হইয়া সময়ের দুইটি পরিমাণ নির্দ্দেশ করে। 'সা' নিকট-বর্তী সময়ের জন্য এবং সাওফা দূরবর্তী সময়কে বুঝায়। আলোচ্য আয়াতের মধ্যে ইসলা ক্রিয়ার সহিত 'সা' আসিয়াছে, যাহা নিকটবর্ত্তী সময়কে নির্দ্দেশ করিতেছে। সুতরাং ইহাতে এই ইঙ্গিত দান করা হইয়াছে যে উক্ত জাতিগুলি, যাহারা হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর বিরুদ্ধে অগ্নি প্রজ্জলিত করিবে এবং তাঁহার ধর্মের বিনাশ সাধনের চেষ্টায় মত্ত হইবে, যখন তাহাদের সেই সকল প্রচেষ্টা চরমে গিয়া উঠিবে, তখন শীঘ্রই তাহাদিগকে যুদ্ধের আগুনে নিক্ষিপ্ত করা হইবে। যেমন বিগত বিশ্ব যুদ্ধ গুলিতে ও হইয়া আসিয়াছে।

"ইমরায়াতুহু হাম্মালাতল হাতাব—'এবং তাহার ইন্ধন বহনকারিনী স্ত্রীও (আগুনে প্রবেশ করিবে)।

শব্দার্থ—আল হাতাব (১) ইন্ধন (২) পশ্চাতে কুসমালচনা করিয়া উস্কানী দান (আকরাবুল মওয়ারেদ)

'ইমরয়াতুন'-এর অর্থ নারী বা স্ত্রীলোক, কিন্তু এই শব্দটির এমন সব লোকের উপরও প্রয়োগ হয়, যাহারা কাহারো অধীনস্থ এবং অন্যের প্রভাব গ্রহণকারী বা প্রতিক্রিয়াশীল সুতরাং আলোচ্য আয়াতে বুঝা যাইতেছে যে, 'আবুলাহাব নামের যোগ্য জাতি সমূহের সঙ্গে নিজেদের স্বার্থের শুধু জন্য সেই সকল লোকই মিলিয়া এক-জোট হইবে, না যাহারা 'তাহাদের' হস্ত স্বরূপ হইয়া যাইবে, বরং কতিপয় এরূপ লোকও তাহাদের সঙ্গে মিলিবে, যাহারা তাহাদের

নিজেদের দেশেই থাকিবে এবং নিজেদের সরকার গুলিকে উস্কানী দিবে, যেন তাহারা ইসলাম এবং মুসলমাদের বিরুদ্ধে, ইসলামের বিনাশ ঘটাইবার উদ্দেশ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করে। যেমন, বই পুস্তক লিখাইবে এবং যুদ্ধের জন্যও উস্কানী দিবে—অর্থাৎ ইন্ধনও যোগাইবে এবং ইসলামের বিরুদ্ধে কুমন্ত্রনাও দিবে। মিথ্যা কথা-বার্তা পরিবেশন করিয়া মানুষকে ইসলামের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিবে।

"ফিজীদেহা হাবলুম মিম মাসাদ" "তাহার (স্ত্রী) গলায় একটি খুব শক্তভাবে পাকানো খিঁজুর পাতার রশি বাঁধা হইবে (যাহা কখনও ছিঁড়িবে না)।"

সেই সকল লোক, যাহারা আবুলাহাবী জাতিবর্গের জন্য স্ত্রীতুল্য হইবে, তাহাদের গলায় এমন রশি পড়ানো হইবে যাহা ছিন্ন হইতে পারিবে না। অর্থাৎ, তাহাদের ইসলাম বিরোধীতা এতো কঠিন হইবে যে উহার নিরসন দুরুহ ব্যাপার হইবে। এতদ্ব্যোতীত ইহার মধ্যে এই ইঙ্গিতও রহিয়াছে যে, যদিও বাহ্যতঃ সেই সরকারগুলির অধীনস্থ জাতিগুলি স্বাধীন বলিয়াই আখ্যায়িত হইবে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নিজেদের যুগের রীতি-নীতির শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকিবে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্তায়ালা তাহাদিগকে উহা হইতে মুক্ত না করেন, ততক্ষন পর্যন্ত তাহারা প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ করিতে অক্ষম থাকিবে।

ইনডেণ্টিং জগতে একটি লব্ধ প্রতিষ্ঠিত নাম

এস, এ, নিজামী এণ্ড কোম্পানী

১০৭৯, ধনিয়ালা পাড়া, ঢাকা ট্রাঙ্ক রোড, চট্টগ্রাম

ফোন ৮৬৫৩১

কেবল "নিজামকো"

ভাল মিষ্টির একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া মিষ্টি ঘর

৫৪, কাতালগঞ্জ পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম

ফোন—৮৬৪৯৭

হাদিস শরীফ

দাজ্জাল এবং ইয়াজুজ ও মাজুজের অভ্যুত্থান

হযরত নওসান বিন সামআন (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—

আঁ হযরত (সাঃ) একদিন প্রভাতে দাজ্জালের অবস্থা বর্ণনা করিলেন। তাঁহার স্বর কখনও নীচু হইতেছিল এবং কখনও উচ্চ হইতেছিল। তিনি এমন ভাবে অবস্থা বর্ণনা করিতেছিলেন যে আমাদের মনে হইতেছিল যেন দাজ্জাল এখন আমাদের নিকটেই অবস্থিত এক খেজুর বাগানের কোন এক অংশে অবস্থান করিতেছে। যখন আমরা সন্ধ্যাবেলা হুজুর (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হইলাম তখন তিনি আমাদিগের অভিভূত ভাব দেখিয়া প্রশ্ন করিলেন, তোমরা চিন্তান্বিত কেন? আমরা নিবেদন করিলাম, আপনি প্রভাতে যখন আমাদিগের নিকট স্বর কখনও নীচু করিয়া আবার কখনও উঁচু করিয়া দাজ্জালের বর্ণনা করিতেছিলেন, তখন আমাদের মনে হইতেছিল যেন দাজ্জাল এখন অদূরই খেজুর বাগানের মধ্যে কোনখানে অবস্থান করিতেছে। হুজুর (সাঃ) বলিলেন, তোমাদের জন্য আমি দাজ্জালের কোন ফেতনার ভয় করিনা। আমি থাকিতে যদি সে বাহির হয়, তাহা হইলে আল্লাহতায়ালার সাহায্যে আমি তাহার মোকাবেলা করিব এবং তাহার প্রভাব তোমাদিগের নিকট পৌঁছিতে দিবনা। সে যদি আমার পরে বাহির হয়, তাহা হইলে, প্রকৃতপক্ষে আল্লাহতায়ালাই আমার স্থলে প্রত্যেক মুসলমানের রক্ষক হইবেন। তিনি তাহাদের হেফাজতের বন্দোবস্ত করিবেন। তবুও যথা সম্ভব প্রত্যেকের উচিৎ তাহার মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত থাকা। কারণ মানুষের প্রচেষ্টাই আল্লাহর সাহায্যকে আকর্ষণ করিবার প্রকৃত উপায়। মোট কথা দাজ্জালের দৃশ্য আমাকে এরূপভাবে দেখানো হইয়াছে যেন সে (মাথায়) কোঁকড়ানো চুল বিশিষ্ট যুবক। তাঁহার চক্ষু গুলি ফুলা। তাহার আকৃতি আবদুল উয্যা বিনকাতানের অনুরূপ। তাহার সহিত যদি কাহারও দেখা হয়, তাহা হইলে সে যেন সুরা কাহাফ প্রথম আয়াতগুলি পাঠ করে, যাহার মধ্যে তাহার যাদুকার্যের জবাব আছে। সে সিরিয়া এবং এরাকের মধ্যবর্তী এলাকা হইতে বাহির হইবে। ডাহিনে-বামে যে দিকে সে মুখ ফিরাইবে হত্যা ও ধ্বংসের তাণ্ডবলীলা করিয়া যাইবে। অতএব হে খোদার বান্দাগণ! তোমরা দৃঢ় প্রতিষ্ঠ রহিও। আমরা প্রশ্ন করিলাম, হে

আল্লাহ্‌র রসুল! পৃথিবীতে সে কতদিন বিরাজ করিবে? হুজুর (সাঃ) বলিলেন, চল্লিস দিন। কোথাও একদিন এক সালের সমান হইবে। কোথাও একদিন এক মাসের সমান হইবে, কোথাও একদিন এক সপ্তাহের সমান হইবে বাকী নাতি-শীতোষ্ণ এলাকা গুলিতে তোমাদের ন্যায় দিন হইবে। আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আল্লার রসুল! যে দিন বছরের সমান, উহাতে কি একদিনের নামায আমাদের জন্য যথেষ্ট হইবে? হুজুর (সাঃ) বলিলেন, ইহার জন্য তোমাদিগকে আন্দাজ করিয়া কাজ করিতে হইবে। আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আল্লার রসুল! সেই দাজ্জাল কিরূপ গতিতে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে পৌছিবে? হুজুর (সাঃ) বলিলেন, তাহার মধ্যে বেগবান বায়ু পরিচালিত বর্ষবান মেঘের ন্যায় ক্ষিপ্রতা হইবে। সে এক জাতির কাছে যাইবে এবং উহাকে নিজের দিকে ডাক দিবে। তাহার প্রতি ঈমান আনিবে এবং তাহার সকল আদেশ পালন করিবে। ইহাতে সে মেঘকে বলিবে যেন তাহাদের উপর বারি বর্ষণ করে এবং যমীনকে বলিবে, সে যেন তাহাদের জন্য শষ্য উৎপাদন করে। তাহাদের ছাড়া দুগ্ধবতী পশুগুলি সন্ধ্যাবেলা যখন গৃহে ফিরিবে, তখন তাহাদের স্তনগুলি উঁচু ও দুগ্ধে ভরা হইবে এবং তাহাদের পেটগুলি খুব ভরা ও মোটা হইবে। মোট কথা তাহাদের জন্য অত্যন্ত সুখ ও স্বাচ্ছন্দের দিন হইবে। অতঃপর দাজ্জাল আরও অন্য লোকদের নিকট যাইবে এবং তাহাদিগকে নিজের দিকে ডাকিবে। কিন্তু তাহারা তাহাদের ডাককে প্রত্যাখ্যান করিবে এবং তাহার কথা মানিবে না। দাজ্জাল তাহাদের প্রতি নারাজ হইয়া ফিরিয়া যাইবে। তখন তাহারা কঠোর দুর্ভিক্ষের কবলে পড়িবে। তাহাদের হাতে কিছু থাকিবে না। তাহাদের সব কিছু লুণ্ঠিত হইয়া যাইবে। অন্যদিকে দাজ্জাল অনুর্বর পতিত যমীনগুলি পরিভ্রমণ করিবে। সে উহাদিগকে বলিবে, হে অনুর্বর পতিত যমীন সমূহ। তোমাদের ধন সমূহ উৎক্ষিপ্ত কর। তখন ঐ সকল স্থানের ধনরাজি মধুমক্ষীকার ন্যায় তাহার পশ্চাৎ ধাবন করিবে। তখন সে এক সুন্দর নব্যযুবককে ডাকিয়া তাহাকে তরবারীর দ্বারা দ্বিখণ্ডিত করিবে। খণ্ডিত দেহাংশ দুইটিকে তীর ক্ষেপন দূরত্বে পৃথক পৃথক ভাবে রাখিবে। অতঃপর উহাদেরকে ডাক দিবে। তখন খণ্ডিত অংশ দুইটি দ্রুত বেগে আসিবে এবং আপোসে জোড়া লাগিয়া যাইবে এবং ঐ যুবকটি আনন্দ উৎফুল্ল চিত্তে লাফাইতে লাফাইতে দাজ্জালের নিকট দৌড়িয়া যাইবে। দাজ্জাল এই প্রকারের ভোজবাজি দেখাইবার কালীন, আল্লাহতায়ালা মসিহ মওউদ (আঃ)-কে আবির্ভূত করিবেন। তিনি ঈসা (আঃ) এর অনুরূপ হইবেন। তিনি দামেস্কের পূর্বে সাদা মিনারার নিকট দুইটি

হল্‌দে রঙের জাফরানী চাঁদর পরিয়া দুই ফেরেস্তার স্কন্ধে হস্ত রাখিয়া অবতরণ করিবেন। তিনি যখন মস্তক অবনত করিবেন তখন তাহার মস্তক হইতে মুক্তার ন্যায় সাদা বিন্দু ধারা টপকাইয়া পড়িতে থাকিবে। তাঁহার নিশ্বাসের উত্তাপ যে অস্বীকারকারীর নিকট পৌছিবে, সে তৎস্থানেই ধ্বংস হইয়া যাইবে। তাঁহার দৃষ্টি যতদূর যাইবে, ততদূর তাঁহার নিস্বাসের উত্তাপ পৌছিবে। মসিহ মওউদ (আঃ) দাজ্জালের অনুসন্ধানে বাহির হইবেন এবং বাবে লুধে (লুঠিয়ানায়) যাইয়া তাহাকে লইবেন এবং মোকাবেলা করিয়া তাহাকে হত্যা করিবেন। অতঃপর মসিহ মওউদ(আঃ) ঐ সকল লোকের নিকট আসিবেন, যাহাদিগকে আল্লাহতায়ালা দাজ্জালের কবল হইতে মুক্ত রাখিয়াছিলেন। তিনি তাহাদের চেহারা হইতে ধুলা মুছিয়া দিবেন এবং জান্নাতের মধ্যে তাহাদের জন্য নির্ধারিত মর্যাদা সমূহ সম্বন্ধে তাহাদিগকে অবহিত করিবেন। এমনি সময়ে আল্লাহতায়ালা মসিহ মওউদ (আঃ)-কে ওহীর দ্বারা সংবাদ দিবেন যে, আমি এখন এমন কিছু লোক খাড়া করিয়াছি, যাহাদের সহিত কাহারও যুদ্ধ করিবার ক্ষমতা নাই। সুতরাং তুমি আমার বান্দাগনকে পাহাড়ের দিকে নিরাপদ পন্থায় লইয়া যাও। মোট কথা এইরূপ অবস্থায় আল্লাহতায়ালা ইয়াজুজ ও মাজুজকে বাহির করিবেন। প্রত্যেক উচ্চতা হইতে তাহাকে অবতীর্ণ হইতে দেখা যাইবে। ইয়াজুজ মাজুজের পঙ্গপালের দল তিবরীয়া সাগরের নিকট যাইবে এবং উহার সমুদয় পানি পান করিয়া লইবে। যখন ঐ ফৌজের শেষাংশ সেখানে পৌছিবে, তখন তাহারা বলিবে এখানে যে পানি থাকিত, উহা কোথায় গেল। এইরূপ চিত্ত আলোড়ন কারী অবস্থার মধ্যে আল্লাহতায়ালার মসিহনবী মওউদ (আঃ) নিজ অনুগামীগণ সহ অবরুদ্ধ হইয়া যাইবেন। খাদ্যের এরূপ অভাব ঘটিবে যে তখন একটি গরুর মূল্য আজকের দিনের একশত দিনারের তুলনায় সস্তা এবং ভাল মনে হইবে। আল্লাহতায়ালার নবী মসিহ মওউদ (আঃ) এবং তাহার সঙ্গীগণ আল্লাহতায়ালার হুজুরে দোওয়া করিবেন। আল্লাহতায়ালা তাঁহাদের দোওয়া কবুল করিয়া ইয়াজুজ ও মাজুজকে ধ্বংস করিবার জন্য তাহাদিগের গ্রীবাদেশে কীট জমাইয়া দিবেন। ইহার ফলে তাহারা এককালে ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে। অতঃপর আল্লাহতায়ালার নবী মসিহ মওউদ (আঃ) এবং তাহার সঙ্গীগণ সরযামীনে অবতরণ করিবেন। কিন্তু সারা যমীনে এক বৃত্ত পরিমাণ যায়গা ইয়াজুজ মাজুজের মৃতদেহ ও দুর্গন্ধ ছাড়া কিছ পাওয়া যাইবে না। তখন আল্লাহতায়ালার নবী মসিহ মওউদ (আঃ) এবং তাহার সঙ্গীগণ দোওয়া করিবেন। তখন আল্লাহতায়ালা পক্ষীসমূহকে পাঠাইবেন যাহাদের গ্রীবাদেশ বক্তী উঁটের ন্যায় লম্বা

হইবে। সেই পক্ষী সমূহ লাশগুলিকে উঠাইয়া সেই স্থানে ফেলিয়া আসিবে যেখানে ফেলিবার জন্য আল্লাহতায়ালা তাহাদিগকে আদেশ দিবেন। অতঃপর আল্লাহাতায়ালা বৃষ্টি বর্ষাইবেন। ফলে সকল গৃহ, তাঁবু এবং সারা যমীন ধৌত হইয়া যাইবে এবং দর্পনের ন্যায় পরিকার হইয়া যাইবে। অতঃপর যমীনকে আদেশ দেওয়া হইবে, ফল দান কর এবং আপন বরকতকে ফিরাইয়া আন। তখন এরূপ বরকতময় যমানা হইবে যে একটি দাড়িম্ব দ্বারা একটি পুরা জামাতের ক্ষুধা নিবারণ হইবে। দাড়িম্বের ছাল এত বড় হইবে যে উহার নিম্নে পুরা জামাত আরাম করিতে পারিবে। দুগ্ধে এমন বরকত হইবে যে একটি দুগ্ধবতী উষ্ট্রীর দুগ্ধ একটি বড় জামাতের জন্য যথেষ্ট হইবে। একটি দুগ্ধবতী ছাগীর দুগ্ধ একটি পুরা গৃহস্থের জন্য যথেষ্ট হইবে। পরিণামে এইরূপ সুখ ও স্বাচ্ছন্দের অবস্থায় মানুষ কালযাপন করিতে থাকিবে। তখন আল্লাহতায়ালা এক পবিত্র ও মৃদুমন্দ বায়ু প্রবাহিত করিবেন, যাহা লোকগণের পার্শ্বদেশ দিয়া বহিয়া যাইবে এবং মোমেনগণের আত্মা কবজ করিয়া যাইতে থাকিবে। কেবল দুষ্ট লোকগণ থাকিয়া যাইবে, যাহারা গর্দভের ন্যায় প্রকাশ্য বদ ও লজ্জাস্কর কাজ করিবে। এইরূপ দুষ্ট ও ব্যভিচারে লিপ্ত লোকগণের উপর কেয়ামত কায়েম হইবে।

[মুসলিম ও আবুদাউদ—হাদীফাতুন সালেহীন পুস্তকের ৩৭৮—৮৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য]।

সন্তানের তরবিয়ত ও সুশিক্ষা

যে ব্যক্তি পুত্র সন্তান লাভ করে, তাহার কর্তব্য সন্তানের উত্তম নাম রাখা এবং তাহাকে শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়া। যখন সে যৌবন প্রাপ্ত হয়, এক পিতা তাহার বিবাহ না দেয় এবং সে পাপে লিপ্ত হয় তাহার কৃতপাপ পিতার উপর বর্তিবে। (মেশকাত)।

হযরত রসুল করীম (আঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তওরাতে লিখিত আছে, যাহার কন্যা ১২ বৎসর বয়স্কা হয় এবং সে (পিতা) তাহার কন্যার বিবাহ না দেয় এবং সে (কন্যা) পাপকাজে লিপ্ত হয়, তাহার পাপ পিতার উপর বর্তিবে। (মেশকাত)।

হে বিশ্বাসীগণ। তোমরা নিজদিগকে ও তোমাদের পরিজনকে অগ্নি হইতে রক্ষা কর। (আল-কুরআন)।

প্রত্যেক সন্তান ইসলামের প্রকৃতিতে জন্মগ্রহণ করে, পরে তাহার পিতা-মাতা তাহাকে ইহুদী বা খ্রীষ্টান বা মজুসী বানায়, যেমন এক জন্তু তাহার সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ লইয়া জন্মগ্রহণ করে। (বুখারী)।

—অনুবাদঃ মোহাম্মদ

হযরত মসিহ মাওউদ (আঃ) এর অমৃত বাণী

১৯০৮ সালে প্রণীত পয়গামে সুলেহ পুস্তক হইতে—

হে শ্রোতৃবৃন্দ! আমাদের মধ্যে শত শত মতভেদ থাকা সত্ত্বেও আমরা সকলে—হিন্দুই হই, আর মুসলমানই হই—বিশ্বের স্রষ্টা ও অধিপতি খোদার প্রতি বিশ্বাস রাখার ব্যাপারে একজোটভুক্ত। এইরূপে আমরা সকলেই মানুষ হিসাবে এক জাতি—অর্থাৎ আমরা সকলেই মানুষ বলিয়া অভিহিত। তদ্রূপ একই দেশের বলিয়া আমরা একে অন্যের প্রতিবেশী। অতএব আমাদের কর্ত্তব্য, বিমল চিত্ত ও শুভেচ্ছা লইয়া পরস্পর বন্ধু হওয়া এবং পার্থিব ও পরমার্থিব বিপদাপদে একে অন্যের প্রতি এরূপ সহানুভূতি প্রদর্শন করা—যেন আমরা একে অন্যের শরীরের অংশ স্বরূপ হইয়া যাই!

হে আমার দেশবাসীগণ! সেই ধর্ম ধর্মই নয় যে ধর্মের মধ্যে সার্বজনীন সহানুভূতির শিক্ষা নাই এবং সেই মানুষ মানুষ নয়, যাহার মধ্যে সহানুভূতি নাই। আমাদের খোদা কোন জাতির মধ্যে তারতম্য করেন নাই। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যাইতে পারে—যে সমস্ত মানবীয় শক্তি ও ক্ষমতা আর্য্যাবর্ত্তের আদিম জাতিগুলিকে দেওয়া হইয়াছিল ঐসমস্ত শক্তি আরব, পারস্য, সিরিয়া, চীন, জাপানের অধিবাসীদিগকে, ইউরোপ ও আমেরিকার জাতিসমূহকেও দেওয়া হইয়াছে। সকলের জন্যই আল্লাহর ভূমি শয্যার কাজ করিতেছে এবং চন্দ্র, সূর্য এবং অন্যান্য বহু গ্রহ নক্ষত্র উজ্জ্বল প্রদীপের কাজ করিতেছে। এবং বিভিন্ন প্রকারে সেবাও করিতেছে। তাঁহার সৃষ্ট জড়-প্রকৃতি, অর্থাৎ জল, বায়ু, অগ্নি ও ক্ষিতি এবং অন্যান্য সৃষ্ট পদার্থ, যথা শাক-সব্জি ফল মূল ও ঔষধ ইত্যাদি হইতে সকল জাতিই সমভাবে উপকৃত হইতেছে। সুতরাং আমরাও যেন সকল মানবজাতির প্রতি সমভাবে সৌজন্য ও সৌহার্দ্দ্য প্রদর্শন করি এবং অনুদার ও সঙ্কীর্ণ-চিত্ত না হই। বস্তুতঃ ঐশী প্রকৃতি আমাদিগকে এই শিক্ষাই দান করিতেছে।

বন্ধুগণ! নিশ্চয়ই জানিবেন, আমাদের এই দুই জাতির মধ্যে যে জাতি ঐশীগুণের সম্মান না করিবে এবং নিজ চরিত্র তাঁহার পবিত্র গুণাবলীর অনুসরণে গঠন না করিবে, সেই জাতি শীঘ্রই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। তাহারা যে কেবল নিজদিগকে ধ্বংস করিবে তাহা নহে বরং নিজেদের বংশধরদিগকেও ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করিবে। পৃথিবীর সৃষ্টি অবধি সমস্ত দেশের সাধুপুরুষগণ এই শিক্ষাই দিয়া আসিতেছেন যে, ঐশীগুণের অনুকরণ মানবের স্থায়িত্বের জন্য এক 'আবে-হায়াত' (অমৃতসুধা) এবং শান্তির উৎস-স্বরূপ। কেননা, খোদার পবিত্র গুণাবলীর অনুকরণের উপরই মানুষের দৈহিক ও আধ্যাত্মিক জীবন নির্ভরশীল।

জুমার খোৎবা

হযরত আমিরুল মোমেনীন খলিফাতুল মসিহ সালেস (আইঃ)

(১৮ই এখা ১৩৫৩ হিঃ শাঃ মোতাবেক অক্টোবর ১৯৭৪ইং, মসজিদে আকসা রাবওয়ায় প্রদত্ত)

কোরআন করীমের শরীয়ত (ধর্ম-ব্যবস্থা) এবং হেদায়েত আর আঁ হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাহে অছাল্লামের পবিত্র শক্তি এবং আধ্যাত্মিক প্রভাব পশু স্তর হইতে মানুষকে রূপান্তরিত করার পর তাহাদিগকে চরিত্রবান এবং তৎপর খোদার সহিত সংযুক্ত করিয়া দেয়।

আঁহযরত ছাল্লাল্লাহু আলাহে অছাল্লাম জীবন্ত রসুল, তাঁহার আত্মিক প্রভাব কেয়ামত পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত থাকিবে।

তাশাহ্হুদ, তায়াউজ এবং সুরা ফাতেহা পাঠ করিবার পর হুজুর বলেন :—

মহান কোরআনের মাধ্যমে আল্লাহতায়ালা হযরত মোহাম্মদ (দঃ)-এর প্রতি যে শরীয়ত এবং হেদায়েত অবতীর্ণ করিয়াছেন উহা এক মহান শরীয়ত।

হযরত মসিহ মাওউদ (আঃ) বলিয়াছেন যে, কোরআন করীমের শরীয়ত এবং হেদায়েত ও নবীয়ে আকরাম (দঃ)-এর পবিত্র শক্তি এবং আত্মিক প্রভাব পশুকে মানুষ করিতে পারে এবং মানুষকে নীতিবান করিতে পারে, তৎপর নীতিবান মানুষকে খোদাতায়ালার সংগে সংযুক্ত করিতে সক্ষম হয়। যখন নবী করীম (সঃ) প্রেরিত হইয়াছেন, তখন পৃথিবী আরব দেশে এক অলৌকিক ও খুব সুন্দর দৃশ্য দেখিয়াছে, আরবের অধিবাসীগণ পশু সুলভ জীবন যাপন করিত। তাহাদের মধ্যে অনেকেই নিজেদের মেয়েদিগকে জীবন্ত কবরে রাখিয়া আসিত, আমোদ প্রমোদে দিন কাটাইত, মদের নেশায় নিজেদের জীবন অতিবাহিত করিত, ক্ষমা করা তাহাদের কুষ্টিতে ছিলনা, অত্যাচারের কোন সীমা ছিলনা, ক্রীতদাস করিয়া তাহাদের উপর সীমাহীন অত্যাচার চালাইত। তারপর যখন নবীয়ে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলায়হে ছাল্লাম প্রেরিত হইলেন তখন কোরআন করীমের শরীয়ত ও নবীয়ে আকরাম (সাঃ)-এর চরিত্র এবং তাঁহার আধ্যাত্মিক প্রভাব ও স্বর্গীয় শক্তি সেই সব পশু প্রবৃত্তির জাতিকে মানুষে রূপান্তরিত করা হইয়াছে। যদি মানুষ চিন্তা করে তাহা হইলে বুঝিতে পারিবে, নীতিবান হইবার পূর্বে মানুষ হইতে হইবে। এই জন্য হাযার বৎসর পূর্বে আমরা দেখিতে পাই আদম (আঃ) পয়দা হইয়াছেন এবং মানুষ সুসভ্য রূপে দুনিয়াতে

প্রকাশিত হইয়াছে, সেই হইতে নবীয়ে আকরাম (দঃ) পর্যন্ত আমরা এই দৃশ্য দেখিতে পাই যে,

খোদাতায়ালার শরীয়ত

সব সময় মানুষের উপর অবতীর্ণ হইতে রহিয়াছে, পশুর উপর অবতীর্ণ হয় নাই, এবং কোরআন করীমের নির্দেশাবলীর বহু নির্দেশ মুসলমানদের সঙ্গে সম্পর্কিত নহে বরং মানুষের সঙ্গে সম্পর্কিত। যখন আমি সন ১৯৬৭ সালে ইংলণ্ডে গিয়াছিলাম তখন লণ্ডনের এক স্থানে শত শত আহমদীর বসতী এলাকায় আমাকে আহ্বান করিলেন। আমি অবগত ছিলাম না, তাহারা একটি হল ভাড়া করিয়া আমার এক সংক্ষেপে বক্তৃতাও ব্যবস্থা করিয়াছিল। পূর্বে ইহা আমি জানিতাম না, সেখানে যাইবার পর আমি অবগত হইলাম, সে হলের মধ্যে বেশী লোক ছিলনা, ছোট হল ছিল, তথায় উপস্থিত লোকদের মধ্যে অমুসলিমদের সংখ্যা বেশী ছিল। আমি ভাবিলাম প্রথমে তাহাদিগকে ইসলামের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দেই। তারপর সাত আটটি এমন কথা নির্বাচন করিলাম যাহা শিক্ষা সম্পর্কিত ছিল, মানুষ হিসাবে শিক্ষার যে অংশ আছে তাহা হইতে কতেক কথা বলিলাম যথা :— কাহারো প্রতি মিথ্যা কথা আরোপ করিওনা, ইহা শুধু মুসলমান সম্পর্কেই নহে বরং সমস্ত মানব জাতির জন্য ইহা প্রযোজ্য ইসলাম এই কথা বলেনা যে, কেবল মাত্র মুসলমানদের বিরুদ্ধেই মিথ্যা আরোপ করা নিষিদ্ধ এবং অন্যায়, ইসলাম এই কথা বলে কোন মানুষের বিরুদ্ধে মিথ্যা আরোপ করিওনা, কাহারো বিরুদ্ধে মিথ্যা বলিওনা, ইসলাম বলে কাহারো উপর অত্যাচার করিওনা, বরং আরও অগ্রসর হইয়া বলিতেছে কোন সৃষ্টির প্রতি অত্যাচার করিওনা। তাহারা যেহেতু অমুসলিম ছিল সেই জন্য তাহাদিগকে এইভাবে বুঝাইলাম যে, তোমরা ইসলামে অবিশ্বাসী, ইসলামের প্রতি তোমাদের ইমান নাই, ইসলাম আল্লাহতায়ালার যে ছবি অংকিত করিয়াছে উহা তোমরা মান নাই; কিন্তু ইহা আল্লাহতায়ালার মহিমা যাহা ইসলাম উপস্থিত করিয়াছে, আর এই মহিমা মহান কোরআনের শরীয়তের, তোমরা ইহার মুনকের বা অস্বীকারকারী, অথচ ইহা তোমাদের প্রতি লক্ষ্য রাখে। এইভাবে সংক্ষেপে আমি সাত আটটি কথা বলিলাম ইহাতে তাহাদের উপর প্রভাব বিস্তার করিল, পরে তাহারা আমাকে প্রায় ঘিরিয়া লইল এবং বলিল, আপনি আমাদের জায়গায় আসুন এবং বক্তৃতা করুন; ইসলামের সুন্দর ও এহসানের এই কথাগুলি ত আমরা কেবল আজই মাত্র শুনিলাম।

অতএব ইসলামের এই শক্তি এবং ক্ষমতা রহিয়াছে, এবং ইসলামে সেই শিক্ষা শিখান হইয়াছে যাহা বর্বর জাতিকে মানুষ করিয়াছে,

এবং আমি বলিয়াছি আজ পর্যন্ত কোন পশু কোন গরু অথবা পাখী বা কবুতরের উপর শরীয়াত অবতীর্ণ হয় নাই। একমাত্র মানুষের উপরই সর্বদা শরীয়াত অবতীর্ণ হইতে রহিয়াছে। ইহাতে আমরা জানিতে পারিলাম যে আধ্যাত্মিক উন্নতির পূর্বে বরং নৈতিক ধারা সমূহ অতিক্রম করিবার পূর্বে মানুষের জন্য আবশ্যক যে, তাহার নিজের মধ্যে মানবীয় শক্তি অর্জন করা যদি কাহারো মধ্যে মানবীয় শক্তি না থাকে তাহা হইলে কোরআনী শরীয়াত যেই রূপ বলিয়াছে তাহা হইলে উহার জন্য নীতিবান হওয়াও সম্ভব নহে, এবং খোদাতায়ালার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন কারীও হওয়া সম্ভব নহে। সর্ব প্রথম তাহার জন্য মানুষ হওয়া প্রয়োজন, এবং মানবীয় শক্তি যাহা আমাদিগকে কোরআন বলিয়াছে, যাহা আমি এইমাত্র বলিলাম যে, কোন মানুষের প্রতি অত্যাচার করিওনা, কাহাকেও ঘৃণা করিওনা, কাহাকেও কটু কথা বলিও না এমন কি এতটুকু পর্যন্ত বলিয়া দিয়াছে, এতটুকু সান্তনা দিয়াছে, অনুভূতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াছে যে, যাহারা মানুষ বটে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে মানবীয় শক্তি নাই—তাহারা খোদাতায়ালার প্রতি ইমান আনয়ন করেনা বরং শেরেক্ করিয়া থাকে, তাহাদের পুতুলকেও তোমরা গালি দিওনা, যাহাদিগকে তাহারা খোদাতায়ালার অংশীদার মনে করে। তাহাদের ও অনুভূতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াছে। পাথরের মূর্তি ত গালিও শুনেনা, না তাহাদের কোন অনুভূতি আছে, না তাহাদের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করে, মানুষই প্রভাবান্বিত হয়। যে ব্যক্তি পাথরের পুতুল তৈয়ার করিয়াছে তাহার এই প্রতিমাকে গালি দিলে তাহার অনুভূতিকেই আঘাত লাগিবে। যে খোদাতায়ালার মোকাবেলায় পুতুল তৈয়ার করিয়াছে এবং শেরকের মধ্যে লিপ্ত আছে, কোরআন করীম তাহাদের অনুভূতির প্রতিও লক্ষ্য রাখিয়াছে, ইহা

বর্ব্বর জাতিকে মানুষ করিবার শিক্ষা।

অতএব এই ভাবে অনেক শিক্ষা কোরআনে রহিয়াছে যাহা বর্বর জাতিকে মানুষ রূপে বানান হয়। আমি বলিয়াছি যে কোরআনী শরীয়াত এবং রসুলে আকরাম (দঃ)-এর ফয়জের আধ্যাত্মিক প্রভাবের পরিণাম ছিল যে, সেই হিংস্র জাতি যাহারা নিজেদের মেয়েদিগকে জীবন্ত কবরে রাখিয়া আসিত, যাহারা অত্যাচারের পিপা হইতে পানির ন্যায় জুলুম পান করিয়া তৃপ্তি লাভ করিত, যাহারা মিথ্যা আরোপ করিত, মিথ্যা রটনা করিত, আমোদ প্রমোদে দিন কাটাইত, যাহারা সতী নারীদের সম্পর্কে নিজেদের মিথ্যা গল্পের ঘোষণা 'কাবা' ঘরে প্রেম কবিতা রূপে লটকাইয়া রাখিত যাহার মধ্যে নিরপরাধ মহিলাদের সঙ্গে মিথ্যা প্রেমের কথা রচনা করিত এবং উহা খুব গৌরবের সহিত বলিত। এইভাবে তাহাদের হিংস্র অবস্থা ছিল। তাহারা পশুচিত জীবন যাপন

করিত। তারপর এই বন্যপশু সুলভ মানুষকে কোরআনী শরীয়াত এবং নবীয়ে আকরাম (সাঃ)-এর আধ্যাত্মিক অনুকম্পা প্রকৃত মানুষে রূপান্তরিত করিল, তৎপর মানুষ হওয়ার পর চরিত্রবান মানুষ করিল এবং চরিত্রবান মানুষ করিবার জন্য স্বর্গ হইতে অহী অবতীর্ণ হওয়া প্রয়োজন, তাহা হইলেই নৈতিকতা শিক্ষা দেওয়া যায়। কারণ প্রকৃত নৈতিকতায় তখনই মানুষ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, যখন অহী লাভ করে। যথা, আজকালকার দুনিয়া ধরুন, এই দুনিয়াতে সুসভ্য জাতির মধ্যে বাহ্যতঃ বিশ্বস্ততা পাওয়া যায়। ইহা মানবীয় শক্তি যে, কাহারও সহিত ধোকা-বাজী করিবেনা, কাহারো অর্থ আত্মসাত করিবেনা, ইসলাম এইকথা বলেনা যে কোন মুসলমানের অর্থ খাইবেনা, ইসলাম বলে, কোন মানুষের অর্থ খাইবেনা, কিন্তু এইসব সুসভ্য জাতি যতক্ষন পর্যন্ত তাহাদের লাভ হয় ততক্ষন পর্যন্ত তাহারা বিশ্বাসী। উপনিবেশ স্থাপনকাকী দেশগুলির স্বার্থ যতক্ষণ পর্যন্ত ছিল, ততক্ষণ পর্যন্ত তাহারা বিশ্বাসী ছিল। যথা বৃটিশ সাম্রাজ্য, যাহাদের দাবী ছিল তাহাদের সম্রাজ্যে সূর্য অস্তমিত হয়না। এই সম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ইংলণ্ড, যাহারা এই সব উপনিবেশ সমূহের অভিভাবক স্বরূপ ছিল। যতক্ষণ পর্যন্ত এইসব দেশে তাহাদের স্বার্থ ছিল তাহারা খুব বিশ্বাসী ছিল। যেখানে তাহাদের স্বার্থ ছিলনা সেখানে তাহারা বিশ্বাসী ছিল না।

যাহা হউক ইসলাম বন্যজাতিকে মানুষ করিবার পর সুসভ্য মানুষ (চরিত্রবান মানুষ) করিয়াছে মহান কোরআনের উপদেশ এবং নবীয়ে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলায়হেও ছাল্লামের আদর্শ এই প্রকার চরিত্র শিক্ষা দিয়াছে, যাহার দয়া এবং অনুকম্পা প্রদর্শনের প্রকাশ মানবীয় বিবেকের সীমার বর্হিভূত ছিল। ইসলাম মানুষের নৈতিকতার এত সুক্ষ্ম বিষয় সমূহ বর্ণনা করিয়াছে যেখানে মানুষের বিবেক পৌঁছিতে সক্ষম নহে। হযরত মসিহে মওউদ (আ;) খুব পরিষ্কার ভাবে 'ইসলামী উসুল কী ফিলোসফী' নামক গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা দীর্ঘ প্রবন্ধ যাহা কতেক খোৎবায় সন্নিবেশীত হইতে পারে। কিন্তু আমি এখন মাত্র সংক্ষেপে কতেক শিরোনামা দিয়া এইভাবে কথাগুলি বলিব। অতএব বন্য জাতিকে মানুষ করা হইয়াছে, আবার মানুষকে চরিত্রবান মানুষে রুপায়িত করিয়াছে।

বিশ্বস্ততা (যাহা নৈতিকতার কষ্টিপাথরে যাঁচা ইতে টিকিয়া যায়) অবলম্বন করিবে, অহঙ্কার হইতে দূরে থাকিবে, ভণ্ডামী করিবেনা, কিন্তু যে অংশ অপর মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে তাহাকে আমরা নৈতিকতা বলিয়া থাকি, অর্থাৎ মানুষের নিকট অহঙ্কার প্রদর্শন করিবেনা। নিজকে নিজে বড় জানিবেনা। হযরত মসিহে মওউদ (আঃ) বলিয়াছেন যে, বড় হইয়া ছোটদের সহিত প্রেম ও ভালবাসার

সহিত ব্যবহার করিবে, তাহার প্রতি গর্ব প্রদর্শন করিবেনা। বিদ্বান নিজ বিদ্যার গৌরব করিবেনা। ধনী হইয়া আত্মাভিমানে নিজ ভাইদের প্রতি দুর্ব্যবহার করিবেনা, কিন্তু এই অহংকার ইহার একটা মন্দ দিক। ইহার আর একটি দিক রহিয়াছে যাহা ইহার প্রতিপক্ষ এবং ভাল দিক। এই দিকটা যখন আল্লাহ তায়ালার সঙ্গে সম্পর্ক হইবে তখন উহা চরম বিনয় ভাব হইবে। এবং মানুষ খোদাতায়ালার সামনে স্বীয় অস্তিত্বহীনতার তাৎপর্য বুঝিতে আরম্ভ করে। অতএব ইসলাম মানুষকে সুসভ্য করিয়াছে, আবার সুসভ্য মানুষকে খোদাতায়ালার সংগে সংযুক্ত করিয়াছে। ইসলামের মধ্যে এই শক্তি পাওয়া যায়। ইসলাম এবং কোরআন করীমের উপদেশ স্বীয় শক্তি ও ক্ষমতার ব্যবহারিক নমুনা প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াছাল্লামের যুগে গৌরবান্বিতভাবে আমরা এই বিষয়টি দেখিতে পাই। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোরআনী শরীয়াত এবং হেদায়েত ব্যবহারিক আদর্শ দেখাইয়াছে। যাঁহারা এক একজন করিয়া পৃথিবীর প্রান্ত পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছিলেন সেখানে তাঁহারা মোহাম্মদ (সাঃ) এবং তাঁহার আনিত শরীয়াতের জন্য মানুষের অন্তঃকরন জয়লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারা স্বীয় আদর্শ এবং চরিত্র, ব্যবহার, নিজেদের কাজ, নেক আমল, এবং সৌন্দর্য লোকদিগকে দেখাইয়া সত্য প্রতিপন্ন করিয়া তাহাদের অন্তঃকরন নিজেদের দিকে আকর্ষণ করিয়াছেন।

এক বিরাট ঐতিহাসিক ঘটনা

সেনেগাল, যাহার ভৌগলিক অবস্থান আজকালকার ভৌগলিক অবস্থান হইতে পৃথক ছিল, তখনকার দিনে সেনেগাল ছিল এক বিরাট এলাকা জুড়ে। উহাতে অনেক বড় বড় নদী আছে, সেখানে আমাদের একজন সম্মানিত বুজুর্গ গিয়াছিলেন, তিনি সেখানে প্রচার করেন, কিন্তু কেহই তাহার কথায় কর্ণপাত করে নাই। দীর্ঘদিন প্রচার করিবার পর তিনি নিরাশ হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমি এই সব লোকদের জন্য সময় নষ্ট করিতেছি। প্রকৃত কথা হইল, যদি তাহাদের ভাগ্যে হেদায়েত না থাকে তাহা হইলে, এইখান হইতে অন্যত্র যাইয়া আমি আমার পরকাল সম্পর্কে চিন্তা করি, এই বলিয়া তিনি একটা বড় দ্বীপে চলিয়া গেলেন, এবং সেখানে যাইয়া তিনি এবাদত করিতে লাগিলেন। খোদাতায়ালা তাঁহাকে এক মোজেযা (আলৌকিক ব্যাপার) দেখাইবার ইচ্ছা করিলেন, খোদাতায়ালার ইচ্ছা ছিল, তাহার প্রতি কোরআন আজীমের প্রভাব দেখান। তথায় তিনি একটি ঝুপড়ি তৈয়ার করিলেন, কিছু সংখ্যক শিষ্য শাগরেদও তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিলেন। তাঁহারা সেখানে বসবাস করিতে লাগিলেন-এবং গরীবী অবস্থায় জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। তখন খোদাতায়ালা ফেরেস্তাদিগকে বলিলেন যে, এই ব্যক্তি, আমার এই বান্দা

মনে ক। রয়াছে খোদাতায়ালার অনুগ্রহ না হইলে তাহার চেষ্টা বিফল যাইবে। অতএব আল্লাহতায়ালা সেই অঞ্চলকে তাঁহার শক্তির মহিমা দেখাইলেন যে, সারা অঞ্চলের অধিবাসী-দের মধ্যে বহু গোত্র হইতে দুই চারিজন করিয়া তাহাদের মনে প্রেরনা দান করিলেন যে, তোমরা তাহার নিকটে চলিয়া যাও। ইহাতে তাহারা মুসলমান হইয়া তথায় যাইতে লাগিলেন। উহা অমুসলিম অধ্যুষিত এলাকা ছিল, তথায় তিনি তাহাদিগকে কোরাআন করীম পড়াইতে লাগিলেন এবং আল্লাহ তায়ালা অনুগ্রহ করিলেন এবং তাহাদের মস্তিস্কের বাঁধন খুলিয়া দিলেন ইহাতে তাহারা কোরআন করীমের জ্ঞান লাভ করি-লেন, প্রকৃত শিক্ষক ত আল্লাহ তায়ালা যাহারা এই ভুলে রহিয়া গিয়াছে এবং মনে করিতেছে যে, কোরআন করীমের আধ্যাত্মিক রহস্য নতুন করিয়া আর কাহারো প্রতি প্রকাশিত হইবেনা, তাহারা বস্তুতঃ আল্লাহতায়ালাকে প্রকৃত শিক্ষক মনে করে না। তিনি সেই বুজুর্গকে কোরআন করীম শিখাইতে লাগিলেন এবং সেই বুজুর্গ অপরাপর লোকদিগকে সেই সময়কার অবস্থানুযায়ী

চিরস্থায়ী এবং মৌলিক সত্যতা সমূহ

শিখাইতে লাগিলেন বহু বৎসর তিনি এই প্রতিষ্ঠান জারী রাখিলেন এবং কোরআন করীম পড়াইলেন। সেই ওস্তাদের স্বীয় প্রচেষ্টা অকৃত কার্য হইয়াছিল কিন্তু তাহার শিষ্য-বর্গ যখন নিজ নিজ গোত্রে চলিয়া গেলেন তখন হাজার হাজার লোক দলে দলে সেই সব গোত্র হইতে ইসলাম গ্রহণ করিতে লাগিল এবং সারা অঞ্চল মুসলমান হইয়া গেল।

অতএব আমরা বলিতেছি ইসলাম মানুষ চরিত্রবান হইতে ধার্মিক মানুষ বানাইয়াছে, এবং আল্লাহতায়ালার সঙ্গে সম্মিলিত করিয়াছে। খোদাতালার সহিত সম্মিলিত করার অর্থ খোদাতালার সহিত তাহার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সে খোদার নৈকট্য-লাভ করিয়াছে। সে খোদাতালার বানী শুনিতে পায়, খোদাতালা তাহার পথ প্রদর্শক হইয়া যান, ছোট বড় পাপ হইতে তাহাকে রক্ষা করেন, সত্যকথা ইহাই যে, শারীফ ও আধ্যাত্মিক জীবন যাপন করা খোদাতালার সাহায্য ব্যতিরেকে সম্ভবপর নহে।

অতএব ইসলাম এবং কোরআন করীমের হেদায়েত বন্য জাতিকে মানুষে পরি-ণত করিয়াছে, মানুষকে চরিত্রবান মানুষে পরিণত করিয়ছে, এবং চরিত্রবান মানুষকে খোদাতালার সহিত সম্মিলিত করিয়াছে। কাহারো মনে করা যে,

কোরআন করীমের প্রভাব

এবং রসুল করীম সাল্লাল্লাহু-আলাইহে

অসাল্লামের আধ্যাত্মিক শক্তি এককাল পর্যন্ত কার্যকরী ছিল, এখন আর নাই, তিনি মরিয়া গিয়াছেন, নাউজুবিল্লাহে ইহা সর্বৈর ভুল। হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) এর মাধ্যমে আমরা পূর্ণ অবগত হইতে পারিয়াছি যে, তিনি জীবন্ত রসুল, তিনি কখনও মারিতে পারেন না, কেয়ামত পর্যন্ত তাঁহার আধ্যাত্মিক শক্তি এই পৃথিবীতে প্রকাশ হইতে থাকিবে, এবং মানব জাতিকে পথ প্রদর্শন করিতে ও আকর্ষন করিতে থাকিবে। আজও খোদাতালা সেই রূপ কথা বলেন যেরূপ তিনি পুরাকালে কথা বলিতেন। আজও নবী করীম (দঃ)-এর মহব্বত এবং তাঁহার অনুসরণ খোদাতালার প্রিয় করে। আজও খোদাতালার এমন বান্দা আছেন যিনি এরূপ মহান নৈতিকতার উচ্চ আসনে পৌঁছিয়াছেন যে, সে নিজ চরিত্র এবং স্বীয় আদর্শের দ্বারা মানবজাতিকে আল্লাহতালা এবং মোহাম্মদ (সাঃ) এর দিকে এবং কোরআনের হেদায়েতের দিকে আকর্ষণ করিতে সক্ষম। অতএব সেই মহান হেদায়েত এবং শরীয়াতের উপর আমরা ঈমান আনিয়াছি। এই সব বস্তু দেখিয়াই হযরত মসিহে মওউদ (আঃ) বলিয়াছেন :—

"কোরআনের চারিদিকে ঘুরি, ইহাই আমার কাবা"

এক মহান শরীয়াত তিনি লাভ করিয়াছেন, যাহার ফয়েজ পশ্চাতে নহে ইহা কেয়ামত পর্যন্ত লোকদিগকে অঙ্গুলী ধরিয়া খোদাতালার দরবারে পৌঁছাইয়া দেয়। অতএব দোয়া করুণ।

বহু দোয়া করুন

যেন আল্লাহতালা আমাদের, সকলের আহামদীয়া জামাতের প্রকৃত শিক্ষক হইয়া যান এবং কোনআনের রহস্য শিখাইয়া দেন এবং নিজ অনুগ্রহে মানুষকে নৈতিক মানুষ, তৎপর খোদাতালায় সান্নিধ্যপ্রাপ্ত মানুষ করিয়া দেন। খোদাতালা করুন আহমদীর আদর্শ মানুষকে আকর্ষণ কবিয়া আল্লাহতাল এবং মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওসাল্লামের দরবারে পৌঁছাইয়া দেয়। আমীন।

অনুবাদ :—এ,কে, মুহিবুল্লাহ, সদর মুরুব্বী।

মজলিসে আনসারুল্লার সালানা ইজতেমা

মোহতরম জনাব আমীর সাহেবের এরশাদ ও অনুমোদনক্রমে ইহা ঘোষণা করা যাইতেছে যে, ইনশাআল্লাহ আগামী ৯ই ফেব্রুয়ারী রোজ রবিবার সকাল ৯ ঘটিকায় দারুত তবলীগে মজলিসে আনশারুল্লাহর একদিনের সালানা ইজতেমা অনুষ্ঠিত হইবে। ঢাকা, নারায়নগঞ্জ ও তেজগাঁও জামাত সমূহের সকল আনসার সাহেবানদের ইহাতে যোগদান করা একান্ত প্রয়োজনীয়। প্রত্যেক আনসার দুপুরে খাওয়ার জন্য নিজ রুটী সাথে নিয়া আসিবেন। এবং সক্ষম ব্যাক্তি দুই জনের রুটী আনিবেন। ইজতেমার কামিয়াবীর জন্য সকল ভ্রাতার নিকট খাসভাবে দোয়ার অনুরোধ করা যাইতেছে। ওয়াস্‌সালাম—

শহীদুর রহমান
জয়ীমে আলা, আনসারুল্লা, ঢাকা

চট্টগ্রাম বিভাগীয় খোদ্দামুল আহমদীয়ার ইজতেমা ও প্রবন্ধ প্রতিযোগীতা

আগামী ২৩শে ফেব্রুয়ারী রোববার বাংলাদেশ খোদ্দামুল আহমদীয়া চট্টগ্রাম বিভাগীয় শাখার বার্ষিক সম্মেলন (ইজতেমা) ব্রাহ্মন বাড়ীয়া মসজিদ মোবারক প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হবে। সম্মেলনে চট্টগ্রাম বিভাগের খোদ্দামের উপস্থিত থাকার জন্য বিভাগীয় কায়েদ সাহেব আহ্বান জানিয়েছেন।

সম্মেলন উপলক্ষে গৃহিত বিবিধ কর্মসুচীর মধ্যে রয়েছে "বিশ্বসমস্যা ও তার ইসলামিক সমাধান" শীর্ষক বিষয়ের উপর প্রবন্ধ প্রতিযোগীতা। প্রবন্ধে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকারীদের পুরস্কৃত করা হবে। প্রবন্ধ ফুলস্কেপ কাগজের এক পৃষ্ঠার অর্ধ আড়াই হাজার শব্দের মধ্যে লিখতে হবে। ১৬ই ফেব্রুয়ারীর মধ্যে প্রবন্ধ বিভাগীয় কায়েদ, চট্টগ্রাম আঞ্জুমানে আহমদীয়া, চক্ বাজার, চট্টগ্রাম—এ ঠিকানায় পৌছাতে হবে।

সাঃ সম্পাদক
চট্টগ্রাম বিভাগ

সুসংবাদ! সুসংবাদ!!

সুন্দরবন মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার এজতেমা স্মরণিকা

অবশেষে সুন্দরবন মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার পক্ষ থেকে শতাধিক চিত্র এবং ইসলাম ও আহমদীয়াত সম্পর্কে সারগর্ভ প্রবন্ধ সম্বলিত একখানি স্মরণিকা প্রকাশিত হলো। পড়তে পড়তে আপনার মন তলিয়ে যাবে ইসলামের আধ্যাত্মিক সমুদ্রের অতলান্তে, চোখের সামনে উদ্ভাষিত হয়ে আসবে আদিগন্ত প্রসারিত ইসলামের এক নতুন দুনিয়া, অনাস্বাদিত স্বাদে পরিপূর্ণ হয়ে আসবে দেহ-মন-আত্মা।

পাতায় পাতায় বিচিত্র বর্ণের ঝক ঝকে হাফটোন ছবি। মূল্যবান শুভ্র ও বিদেশী আর্ট পেপারে বর্দ্ধিত কলেবরে সুশোভিত এই স্মরণিকা।

মূল্যঃ— শুভ্র কাগজে— ৭·০০ টাকা মাত্র।
আর্ট পেপারে — ১২·০০ টাকা মাত্র।

আপনার মূল্যবান কপিটি আজই সংগ্রহ করুন।

প্রাপ্তিস্থান ঃ

মোঃ মতিয়ার রহমান (কায়েদ),
সুন্দরবন মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া
পোঃ যতীন্দ্র নগর, জিলা খুলনা।

মোহাম্মদ আবদুস সাত্তার
৪, বকশী বাজার রোড, ঢাকা।

আহমদীয়া জামাতের ধর্ম-বিশ্বাস

আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ামুস সুলেহ" পুস্তকে বলিতেছেন :

যে, পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সাইয়্যেদেনা হযরত মোহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেস্তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কোরআন শরীফে আল্লাহতায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত, তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বেঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন শুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্' এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কোরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোজা, হজ্জ ও যাকাত এবং তাহার সহিত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্মকে পালন করিবে। মোট কথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অথবা সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহলে সুন্নত জামাতের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কেয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিড়িয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও অন্তরে আমরা ঐ সবের বিরোধী ছিলাম?

"আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাযেবীনাল মুফতারিয়ীন"—

(অর্থাৎ—"সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহর অভিশাপ")

(আইয়ামুস সুলেহ্ পৃঃ ৮৬-৮৭)

Published & Printed by Md. F. K. Mollah at Ahmadiyya Art Press
for the proprietors: Bangladesh Anjuman-e-Ahmadiyya,
4, Bakshibazar Road, Dacca—1
Phone No. 283635
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar.